॥ বিশ্বের সর্বত্র আধ্যাত্মিক লাইট এবং জ্ঞান জল পৌঁছে দাও ॥

আজ, বাপদাদা সূক্ষ্ম বতনে অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করছিলেন । সেইসঙ্গে বাচ্চাদের সমারোহ দেখছিলেন । বর্তমান সময়ে বরদান ভূমি মধুবনে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের আড়ম্বর দেখে পুলকিত হচ্ছিলেন । স্থূল পাওয়ার হাউজ থেকে যেমন চতুর্দিকে লাইটের কানেকশন যায়, বাপদাদা দেখছিলেন মধুবন পাওয়ার হাউজ থেকে চারিদিকে কত কানেকশন গেছে এবং বিশ্বের কত কোণে লাইটের কানেকশন গেছে আর কত কোণে এখনও কানেকশন হয়নি । আজকাল গভর্নমেন্টও যেমন চেষ্টা করে তাদের রাজ্যের সব কোণে, গ্রামে চারিদিকে লাইট আর জলের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকুক । তাহলে পাণ্ডব গভর্নমেন্ট কি করছে ? জ্ঞান গঙ্গা সর্বত্র যাচ্ছে । পাওয়ার হাউজ থেকে চতুর্দিকে লাইটের কানেকশন যাচ্ছে । যখন তোমরা ওপর থেকে শহর বা গ্রাম দেখ তখন কোথায় কোথায় আলো আছে, আলোগুলো কাছাকাছি নাকি দূরে দূরে, সেই দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায় । বাপদাদাও বতন থেকে দৃশ্য দেখছিলেন যে কতদিকে লাইট আছে আর কতদিকে এখনও লাইট পৌঁছায়নি ! তোমরাও সবাই রেজাল্ট জানো, দেশে বিদেশে এখনও পর্যন্ত কোনো কোনো জায়গা বাকি থেকে গেছে যেখানে এখন কানেকশন দিতে হবে । লাইট আর জল ব্যতীত কোনো স্থানের ভ্যাল্যু নেই । ঠিক একইভাবে, যেখানে আধ্যাত্মিক লাইট এবং জ্ঞান জলের জোগান নেই সেখানে চৈতন্য আত্মা কোন্ স্থিতিতে আছে ? অন্ধকারে, পিপাসার্ত এবং উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছে । তোমরা বলো, এইরকম আত্মাদের কি ভ্যাল্যু ! তোমরা যেমন চিত্র বানিয়েছ, যেখানে আত্মাদের কড়িসম আর হীরেসম দেখাচ্ছে । লাইট আর জ্ঞান জল পেয়ে তারা কড়ি থেকে হীরেতে পরিণত হয়, যার ফলে তাদের ভ্যাল্যু বেড়ে যায় । বাপদাদা দেখছিলেন , এদেশ এবং বিদেশ থেকে আসা বাচ্চারা পাওয়ার হাউজ থেকে বিশেষ পাওয়ার নিয়ে নিজের নিজের স্থানে চলে যাচ্ছে ।

একদিকে, বাচ্চাদের ভালোবাসায় বাপদাদা উপলব্ধি করেন যে, মধুবনের শৃঙ্গার অর্থাৎ বাবার ঘরের শৃঙ্গার যাচ্ছে । যখনই বাচ্চারা মধুবনে আসে, তখন মধুবনের আড়ম্বর নাকি তাদের সুইট হোমের ঝলক, কিরকম হয় ? তোমরা বাচ্চারাও উপলব্ধি করো যে, মধুবনের জাঁকজমক বাড়াতে তোমাদের স্নেহী সাথী এসেছেন । তোমরা সবাই যেমন ঘুরতে ফিরতে, উঠতে বসতে মধুবন স্মরণ করো আর সেই স্মৃতি সদা তাজা থাকে, তেমনই বাপদাদা আর মধুবন নিবাসীও তোমাদের সবাইকে স্মরণ করে । স্নেহের সাথে সাথে সেবাও একটা বিশেষ সাবজেক্ট এবং এই কারণে ভালোবাসার জন্যে তোমরা এখানেই থাকতে চাও । যেমনই হোক, সেবার জন্য তোমাদের চারিদিকে যেতেই হবে । হ্যাঁ ! এমন সময় আসবে যখন তোমাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবেনা, কিন্তু সমস্ত পতঙ্গ নিজে থেকে আগুনের কাছে একই জায়গায় চলে আসবে । এটা ছোট একটা স্যাম্পল দেখেছ যে আবু তোমাদেরই । এখন তো থাকার জন্য ঘর ভাড়া করতে হয়, তাই না ! তবুও একটু ঝলক দেখেছ । এমন সময় আসবে যখন চতুর্দিকে ফরিস্তা নজরে আসবে । এখন, মুখ দ্বারা সেবার পার্ট চলছে আর এখনও কিছু বাকি আছে যার জন্য তোমাদের দূরে দূরে যেতে হয় । এখন শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তিশালী সেবা যা তোমাদের আগে শোনানো হয়েছে, অন্তে সেই সেবার স্বরূপ স্পষ্ট দেখা যাবে । তারা অনুভব করবে, শুভ সংকল্পের সাথে দিব্য বুদ্ধি দ্বারা কেউ তাদের ডাকছে । দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তারা বাবা আর স্থান

দেখবে । দু'প্রকার অনুভবের দ্বারা অতি তীব্র গতিতে নিজের শ্রেষ্ঠ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে । এই বছরে তোমরা কি করবে ?

তোমরা কঠোর প্রচেষ্টা করেছ । এই বছরে বাকি থেকে যাওয়া স্থানে তোমরা তো লাইট দেবেই । কিন্তু এই বছরে সব জায়গারই এই বিশেষত্ব দেখাও, সব সেবাকেন্দ্রের মধ্যে যেসব বিশেষ বড় বড় সেবাকেন্দ্র আছে, সেখানে অবশ্যই এই লক্ষ্য রাখো, যেমন, কখনো তোমরা ধর্মীয় সম্মেলন করলে সব ধর্মের অনুসারীদের একসাথে করতে তোমাদের আমন্ত্রণ করতে হবে, অথবা রাজনীতিকদের এবং বৈজ্ঞানিকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, আলাদা আলাদাভাবে স্নেহ মিলন করতে হবে । একইভাবে এই বছর সর্বত্র সব রকমের অক্যুপেশনের লোকেদের প্রস্তুত করো এবং তাদের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করো । বর্তমানে তোমরা বলো যে এখানে কালো ফর্সা এক জায়গায় সবরকম ভ্যারাইটি আছে । এক স্থানেই সব বর্ণের, দেশের এবং ধর্মের লোকেরা আছে । একইভাবে তারা বলবে তোমরা সব অক্যুপেশনের লোকেরা এখানে আছ । বিশেষ আত্মারা শুধু একই পুষ্প স্তবকে ভ্যারাইটি ফুলের মতো যেন দেখায় । সব সেন্টারে সব অক্যুপেশনের বিশেষ আত্মাদের সংগঠন হতে হবে, যাতে সারা বিশ্বে এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে যে, এক বাবা এবং একই সত্য জ্ঞান, সব অক্যুপেশনের জন্য কত সহজ আর সরল অর্থাৎ সব সেবাস্থানের স্টেজে সব অক্যুপেশনের লোকেদের দৃষ্টিগোচর হতে হবে । কোনও অক্যুপেশনের কেউ যেন বাদ না থেকে যায় । গরীব থেকে বিত্তবান, গ্রামবাসী থেকে বড় শহরের বাসিন্দা , শ্রমিক থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড় উদ্যোগপতি পর্যন্ত সর্বপ্রকারের বিশেষ আত্মাদের অলৌকিক ঝলক প্রতীয়মান হতে হবে, যাতে কেউই এটা বলতে না পারে যে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুধু এদেরই জন্য ! সকলের বাবা সকলের জন্য । প্রত্যেকে, বাচ্চা থেকে ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই যেন এইরকম অনুভব করতে পারে যে এই জ্ঞান বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে । যেমন তোমাদের অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণদের মনে এবং হৃদয় থেকে একই আওয়াজ বেরোয় – 'আমাদের বাবা', এইরকম বিশ্বের প্রতি কোনা থেকে বিশ্বের সবরকম অক্যুপেশনের লোকেরা যেন হৃদয় থেকে বলে, আমাদের জন্যে বাবা এসেছেন এবং এই জ্ঞান তাদের সহায় । জ্ঞানদাতা এবং জ্ঞান, উভয়ের সম্বন্ধে চতুর্দিক থেকে সবরকম আত্মাদের থেকে এই আওয়াজই বেরোনো উচিৎ । সবরকম অক্যুপেশনের সকলের তোমরা ক্রমাগত সেবা করলেও কিন্তু সব জায়গার সবরকমের ভ্যারাইটি হতে হবে । তারপরে এই ভ্যারাইটি অক্যুপেশনের পুষ্পস্তবক বাপদাদার কাছে নিয়ে এসো । আর তাহলেই সব সেবাকেন্দ্র বিশ্বের সব আত্মাদের সংগঠনের এক বিশেষ মিউজিয়াম হয়ে যাবে । ।বুঝেছ তোমরা ? যারা তোমার সম্পর্কে আছে তাদের সকলকে সম্বন্ধে এনে সেবার স্টেজে নিয়ে এসো । সময় সময়ে যে ভি. আই. পি.রা এবং সাংবাদিকেরা এসেছে তাদের সবাইকে সেবার স্টেজে আনতে থাকো, তাহলে যখন আত্মারা তাদের নিজের মুখ দিয়ে বলবে তখন সেই কথা সেই আত্মাদের জন্য ঈশ্বরীয় বন্ধনে বাঁধার সাধন হয়ে যাবে । যদি তারা শুধু একবার বলে যে এটা খুব ভালো আর তারপরে সম্বন্ধ থেকে দূরে সরে যায়, তারা ভুলে যায় । কিন্তু বারবার অনেকের সামনে খুব ভালো খুব ভালো বললে, সেই কথাও তাদের ভালো হওয়ার উৎসাহ বাড়ায় এবং সেইসঙ্গে সূক্ষ্ম নিয়মও আছে যে, যতজনের ওপর তাদের প্রভাব পড়ে, সেই আত্মাদের শেয়ার তাদেরও লাভ হয় অর্থাৎ তাদের পুণ্যের খাতায় পুঁজি হয়ে যায় । সেই পুণ্যের পুঁজি অর্থাৎ পুণ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সেই আত্মাকে ক্রমশ টানতে থাকে । অতএব, তারা তাদের জন্য যাকিছু বাবার ভূমি থেকে ডিরেক্টলি নিয়েছে, তা' কম হোক বা বেশি, সেইসব দান করার উপযোগী বানাও অর্থাৎ সেবায় সফল করো । জন্মসূত্রে যেমন স্থূলধন দানের ফলস্বরূপ তারা অল্প সময়ের রাজ্য লাভ করে, একইভাবে এই জ্ঞানধনের এবং তার অনুভবের দান করে নতুন রাজ্যে

আসার যোগ্য পাত্র হয়ে যায় । তারা খুব প্রভাবিত হয়েছিল ! এখন সেই প্রভাবিত আত্মাদের দ্বারা সেবা করিয়ে সেই আত্মাদেরও সেবার বল দ্বারা এগিয়ে যেতে দাও এবং অন্য অনেকের জন্য নিমিত্ত বানাও । বুঝেছ, কি করতে হবে ! সেবার বৃদ্ধি তো হচ্ছেই এবং ক্রমশ বাড়তে থাকবে । যাই হোক, সব ক্লাসের স্টুডেন্টসের ভ্যারাইটি তৈরি করো ।

এখন, এই বছরের সিজনে বিদেশীদের সাকাররূপে বাপদাদার সাথে মিলনের পার্ট শেষ হয়ে আসছে । যেমনই হোক দেশবাসীর আহ্বান হচ্ছে, কারন তোমাদের বলা হয়েছিল, সাকার দুনিয়ার সময় অনুসারে নিয়ম হতে হবে, সেক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বতনে তোমরা এই বন্ধন থেকে মুক্ত । আচ্ছা ।

চারিদিকের প্রবল উদ্যমী -উৎসাহী সেবাধারী বাচ্চাদের, সদা নিজেদের বাবার সাথে অনুভবকারী, বাবার কাছাকাছি থাকা আত্মা অর্থাৎ বাচ্চাদের, সদা একের স্মরণে একরস স্থিতিতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

১২-১১-১৭ প্রাত: মুরলি ওম শান্তি "অব্যক্ত - বাপদাদা" রিভাইস : ২১-০৩-৮৩ মধুবন

গীতা পাঠশালা সঞ্চালনকারী ভাই-বোনেদের সামনে অব্যক্ত বাপদাদা

আজ, পরম আত্মা তাঁর মহান আত্মাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । বাপদাদা সব বাচ্চাদের মহান আত্মারূপে দেখেন । এই দুনিয়ায় যে আত্মাদের মহাত্মা বলা হয়, সেই মহাত্মারাও তোমরা-মহান আত্মাদের সামনে কি হিসেবে দেখা দেবে ? মহান বিশেষত্ব কি তোমরা জানো, যার মাধ্যমে তোমরা মহান হয়েছ ?

দুনিয়া যে আত্মাদের, সব বিষয়ে অযোগ্য বানিয়েছে, বিশেষতঃ মাতাদের, এইরকম অযোগ্য আত্মাদের যোগ্য অর্থাৎ বাবারও অধিকারী আত্মা বানিয়ে দিয়েছেন । যাদের পায়ের জুতো ভেবেছে, বাবা তাদের চোখের আলো (নয়ন মণি) বানিয়েছেন । যেমন বলা হয়ে থাকে, যদি আলো না থাকে তো জগৎও থাকেনা । একইরকমভাবে বাপদাদাও জগৎকে দেখাচ্ছেন, ভারতে মাতৃশক্তির অবতার না থাকলে ভারতের উন্নতিও হবেনা । এইরকম অযোগ্য আত্মাদের যোগ্য আত্মা বানিয়েছেন । তাহলে তোমরা মহান আত্মা তো হয়েই গেলে, তাই না ! যারাই বাবাকে জেনে নিজের বানিয়েছে তারাই মহান । তোমরা পাণ্ডবরা তাঁকে জেনেছ আবার তাঁকে নিজেরও করেছে; নাকি তোমরা শুধু তাঁকে জেনেছ ? তাঁকে তো তোমরা নিজের করে নাও, তাই না ! জানার লিস্টে তো সবাই আছে, কিন্তু তাঁকে নিজের করে নেওয়াতে নম্বরওয়ান হয়ে যায় ।
আপন করে নেওয়া অর্থাৎ আপন অধিকার অনুভব হওয়া, আর অধিকার অনুভব হওয়া অর্থাৎ সবরকমের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যাওয়া । নানারকম অধীনতা, এক হলো নিজের ওপর নিজের অধীনতা । দ্বিতীয় অধীনতা হলো, সকলের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করা । জ্ঞানী বা অজ্ঞানী আত্মাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসা । তৃতীয়তঃ, প্রকৃতি এবং বিপরীত পরিস্থিতি দ্বারা অধীনতা । যদি তুমি এর কোনও একটার দ্বারা প্রভাবিত হও তবে তা' এটাই প্রমাণ করে যে তুমি সর্বাধিকারী নও ।

অতএব, এখন নিজেকে দেখ যে বাবাকে তোমার নিজের বানানোর অনুভব অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিকারী হওয়ার অনুভব হয় ! নাকি শুধুমাত্র এটা কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে হয় বা

অন্য অবস্থায় হয়না ? বাপদাদা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে আনন্দিত হচ্ছেন, কারণ দুনিয়ার নানারকম অগ্নি থেকে তোমরা বেঁচে গেছ । আজকালকার মানুষ নানা আগুনে জ্বলছে আর সেখানে তোমরা বাচ্চারা শীতল সাগরের কূলে বসে আছ ! যেখানে তোমরা সাগরের শীতল তরঙ্গে, অতীন্দ্রিয় সুখ এবং শান্তির প্রাপ্তিতে ডুবে আছ । অ্যাটমিক বম্বস অথবা অনেকরকম বম্বসের অগ্নি জ্বালায় মানুষ এত ভয় পাচ্ছে, সেতো মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার । আজকাল সব রকমের অগ্নি যাতে আত্মার চোট লাগে, সেইরকম দুঃখ, চিন্তা এবং সমস্যা আত্মাদের জীবন্ত জ্বলার অনুভব করায়; না তারা জীবিত না মৃত । না তারা কোনকিছু ছাড়তে পারে, না কোনকিছু বানাতে পারে । এইরকম জীবন থেকে সরে গিয়ে তোমরা এখন শ্রেষ্ঠ জীবনে আছ । এই কারনে সবার প্রতি সর্বদা তোমরা ক্ষমাশীল, তাইতো ঘরেই সেবাকেন্দ্র বানিয়েছে । সেবার খুব ভালো লক্ষ্য রেখেছ তোমরা । এখন তো গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় সেন্টার আছে । যতই হোক, এখন গলিতে গলিতে জ্ঞান -স্থান হতে হবে । ভক্তিমার্গে তারা দেবস্থান বানায় কিন্তু এখানে ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ আত্মা থাকতে হবে । সব বাড়ীতে হয়তো কোনকিছু নেই কিন্তু দেবতাদের চিত্র অবশ্যই থাকবে । একইভাবে, ঘরে ঘরে চৈতন্য ব্রাহ্মণ আত্মা হতে হবে । যখন গলি গলিতে জ্ঞান -স্থান হবে তখন প্রত্যেক গলিতে প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়বে । এখনও অনেক সেবা বাকি আছে । তবুও তোমরা বাচ্চারা সাহসের সাথে যতদূর সেবা করেছ, তারজন্য বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ সাহসী বাচ্চাদের অভিনন্দন জানান, এবং সহায়তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শুভ আশীর্বাদও দেন তিনি । আর তারপর যখন ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়ে দীপাবলী উদযাপন করে এখানে আসবে, বাপদাদা তোমাদের পুরস্কার দেবেন ।

বাপদাদা এটা দেখে খুব খুশি যে, মহান আত্মাদেরও চ্যালেঞ্জ করে পবিত্র প্রবৃত্তির প্রমাণ দিয়ে, তোমাদের হদের ঘরকে বাবার সেবার স্থান বানিয়ে, সুযোগ্য বাচ্চাদের প্রত্যক্ষ পার্ট প্লে করছ, এইজন্য বাপদাদা এইরকম সেবাধারী বাচ্চাদের দেখে সদাসর্বদা খুশি থাকেন । এতেও মাতাদের সংখ্যা বেশি । যদি কোন বিষয়ে পাণ্ডব এগিয়ে যায় তো শক্তি সবসময় খুশি হয় । বাপদাদাও পাণ্ডবকে সামনে রাখেন । পাণ্ডবরা নিজেরাও শক্তিকে সামনে রাখা জরুরী মনে করে । প্রথম চেষ্টা তোমরা কি করে থাকো ? মুরলি কে শোনাবে ? এতেও তোমরা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো । শিববাবা ব্রহ্মা-মাকে সামনে রেখেছেন এবং ব্রহ্মা-মা সরস্বতী মাকে সামনে রেখেছেন । তাহলে তো এটাই ফলো মাদার ফাদার হয়ে গেল, তাই না ! সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে অন্যকে সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়ার মধ্যেই তোমার এগিয়ে যাওয়া অন্তর্ভূত হয়ে আছে । যখন থেকে বাপদাদা মাতাদের ওপর নজর রেখেছেন তখন থেকে দুনিয়ার লোকেরাও 'লেডিজ ফার্স্ট '-এর স্লোগান শুরু করেছে । তারা তো এমনই স্লোগান দেয়, তাই না ! যদি তোমরা ভারতের রাজনীতির দিকে দেখ তো দেখবে যে, সব পুরুষও নারীর মহিমা গায় । একদিক থেকে পাণ্ডবরাও তো নারীই । আত্মা নারী আর পরমাত্মা পুরুষ । তাহলে এর অর্থ কি হলো ? তোমরা বলো 'আত্মা বলে ' , তোমরা এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বলো পুংলিঙ্গে নয় । তোমরা যা চাও হতে পারো কিন্তু তোমরা তো নারী, তাই না? পরমাত্মার কাছে তো তোমরা নারীই । তোমরা অনুরাগী নও ? এক বাবার সাথেই তোমরা সর্ব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ করো । তোমরাই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাই না ! বাপদাদা বাচ্চাদের সাথে এটাই অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছিলেন । তোমরা সব হারানিধি বাচ্চারা 'এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়', সদা এই অনুভবে থাকো । এইরকম বাচ্চারাই বাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মা হয় । আচ্ছা -

এইরকম সদা প্রবল উদ্যম এবং উৎসাহে থেকে, সদা সকল আত্মাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ কল্যাণের ভাবনা রাখে, শ্রেষ্ঠ সাহসের দ্বারা বাপদাদার সহায়তার সমর্থ, যারা এইরকম সেবাস্থানের নিমিত্ত হয়েছে সেই মহান আত্মাদের পরমাত্মার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদান:- দায়িত্বের স্মৃতি দ্বারা সদা অ্যালার্ট থেকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ভব

বাচ্চারা, প্রকৃতি এবং মনুষ্যাত্মাদের বৃত্তির পরিবর্তন করানোর দায়বদ্ধতা তোমাদের । কিন্তু এই দায়িত্ব তখনই পালন করতে পারবে যখন বৃত্তি শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় সম্পন্ন, সতোপ্রধান এবং শক্তিশালী হবে । এই দায়িত্বের স্মৃতি তোমাকে সদা অ্যালার্ট রাখে । সব আত্মাকে মুক্তি -জীবনমুক্তি দেওয়া, উত্তরাধিকার লাভ করতে তাদের সমর্থ বানানো, অনেক বড় দায়িত্ব । সেইজন্য কখনও অমনোযোগী হয়োনা এবং তোমাদের বৃত্তি যেন সাধারণ না হয় ।

স্লোগান:- নিজের সব কর্মের দ্বারা সহায়দাতা বাবাকে প্রত্যক্ষ করলে, অনেক আত্মারা তাদের লক্ষ্য খুঁজে পাবে ।